ভার্সিটি 'ঘ' স্পেশাল প্রোগ্রাম-2020

বাংলা

লেকচার : B-01

বাংলা ১ম পত্র : গদ্য ও কবিতা

বাংলা ২য় পত্র : বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যের ইতিহাস, বাংলা ভাষা, ব্যাকরণ, ধ্বনি ও বর্ণ, ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান

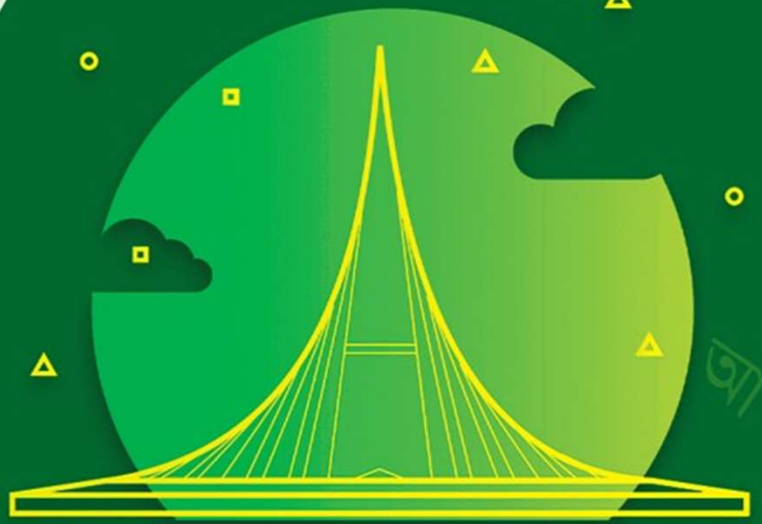

গদ্য: অপরিচিতা, আহ্বান

কবিতা: ঐকতান, আমি কিংবদন্তির কথা বলছি

অপরিচিতা-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লেখক পরিচিতি:

জন্ম	**রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ৭ই মে (১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ এ বৈশাখ)।**
জন্মস্থান	কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।
মৃত্যু	১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ৭ই আগস্ট (১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২শে শ্রাবণ) জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনাবসান ঘটে।
ছদ্মনাম	ভানুসিংহ।
প্রথম প্রকাশিত কবিতা	হিন্দুমেলার উপহার (অমৃতবাজার পত্রিকায় ১৩ বছর বয়সে)।
প্রথম রচিত কাব্য	বনফুল (১৫ বছর বয়সে) (১৮৭৬ সালে রচনা, প্রকাশ ১৮৮০ সাল)।
প্রথম প্রকাশিত কাব্য গ্রন্থ	কবি কাহিনী (১৮৭৮)।
প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস	বৌ ঠাকুরানীর হাট (১৮৮৩)।
প্রথম প্রকাশিত ছোটগল্প	ভিখারিনী (১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দ / ১২৮৪ বঙ্গাব্দ); ষোল বছর বয়সে প্রকাশিত হয়।
সর্বশেষ ছোটগল্প	মুসলমানীর গল্প।
প্রথম প্রকাশিত নাটক	বাল্মীকি প্রতিভা (১৮৮১)।

অপরিচিতা-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লেখক পরিচিতি:

নোবেল পুরস্কার	‘গীতাঞ্জলি’ এবং অন্যান্য কাব্যের কবিতার সমন্বয়ে স্ব- অনুদিত ‘Song Offerings’ গ্রন্থের জন্যে ১৯১৩ সালে প্রথম এশিয় হিসেবে নোবেল পুরস্কার লাভ।
নাইটহুড/স্যার উপাধি বর্জন করেন	পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ (১৯১৯ সালে)।
ব্রজবুলি ভাষায় রচনা করেন	ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী।
জাতীয় সংগীত রচনা করেন	বাংলাদেশ ও ভারতের।
বসন্ত নাটকটি উৎসর্গ করেন	কাজী নজরুল ইসলামকে।
কালের যাত্রা’ নাটকটি উৎসর্গ করেন	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে।
তাসের দেশ নাটকটি উৎসর্গ করেন	নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে।

মনে রাখার সহজ উপায়

❖ **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থের নামঃ**

বিচিত্রতাময় মহুয়ার জন্মদিনে চিত্রা, কল্পনা, মানসী ও গীতাঞ্জলি সোনার তরী বেয়ে বলাকা হলে বনফুল ছবি দেখতে গেল। সেখানে সন্ধ্যা সংগীত ও প্রভাত সংগীতের কণিকা ভেঙ্গে গীতালির কোল জুড়ে আসে নবজাতক সেঁজুতি। পুনশ্চ পত্রপুটে কড়ি ও কোমল এবং শেষলেখা উৎসর্গ করলেন। পরিশেষে চৈতালি, ক্ষণিকা, খেয়া ও পূরবী সঞ্চয়িতাকে কোনো প্রশ্ন না করেই সানাই বাজাতে বাজাতে শ্যামলী হলে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ছবি দেখতে গেল।

❖ **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাসের নাম:**

রাজর্ষি বউ ঠাকরানীর হাটে শেষের কবিতার চার অধ্যায় পড়ছিল। হঠাৎ শুনতে পেল ঘরে বাইরে সবার চোখের বালি গোরা মেয়েটি নৌকাডুবিতে মারা গেছে। বাড়ির দুই বোন, মালঞ্চ ও চতুরঙ্গের সাথে তার যোগাযোগ ছিল।

❖ **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যনাট্যের নাম:**

রুদ্রচণ্ড ও চিত্রাঙ্গদা রাজা ও রাণীকে বিসর্জন দিয়ে মালিনীর উপর প্রকৃতির প্রতিশোধ নেয়।

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিসম্ভার ও সংখ্যা

সৃষ্টিভাণ্ডার	সংখ্যা
কাব্যগ্রন্থ	৫৬টি
গীতিপুস্তক	৪টি
ছোটগল্প	১১৯টি
উপন্যাস	১২টি
ভ্রমণ কাহিনী	৯টি

সৃষ্টিভাণ্ডার	সংখ্যা
নাটক	২৯টি
কাব্যনাট্য	১৯টি
চিঠিপত্রের বই	১৩টি
গান	২২৩২টি
অঙ্কিত চিত্রাবলি	প্রায় দুহাজার

‘অপরিচিতা’ রচনার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- গল্প লেখাকালীন অনুপমের বয়স-২৭ বছর; বিবাহকালীন বয়স-২৩ বছর।
- ট্রেনে কল্যাণীর সাথে দেখাকালীন অনুপমের বয়স-২৪/২৫ বছর।
- বিবাহকালীন কল্যাণীর বয়স-১৫ বছর; গল্প লেখাকালীন বয়স-১৯ বছর।
- অনুপমের জীবনটা বড় নয়- দৈর্ঘ্যের হিসাবে, গুণের হিসাবে।
- অনুপমের আসল অভিভাবক- মামা।
- মামা অনুপম থেকে- ছয় বছরের বড়।
- মামা বেহাই চান- যার টাকা নাই অথচ টাকা দিতে কসুর করবে না।
- হরিশ মানুষটা- রসিক; আসর জমাইতে- অদ্বিতীয়।
- মামার কাছে কলিকাতার বাহিরটা- আন্ডামান দ্বীপের মত।
- বিশেষ কাজে মামা গিয়েছিলেন- কোন্নগর।

‘অপরিচিতা’ রচনার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- প্রজাপতির সঙ্গে বিরোধ নাই- পঞ্চশরের।
- শম্ভুনাথের বয়স- চল্লিশের এপার বা ওপার; চুল- কাঁচা। গোঁফ- পাক ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে; শম্ভুনাথ বড়ই- চুপচাপ; শম্ভুনাথ নিতান্ত- নির্জীব; তেজ- নাই; ব্যবহার- নেহাত ঠান্ডা; বিনয়- অজস্র নয়; মুখে- কথা নেই; কোমরে- চাদর বাঁধা; গলা- ভাঙ্গা; মাথা- টাক পরা; গায়ের রং- মিশকালো; শরীর- বিপুল; নেহাত- ভালোমানুষ ধরণের; ভেতরে বেশ একটু- জোর আছে।
- বালা- মকড়মুখা।
- অনুপমের কল্পনায় কল্যাণীর কপালে- চন্দন আঁকা; গায়ে- লাল শাড়ি। মুখে- লজ্জার রক্তিমা।
- অপমানের রং- কালো। কল্যাণীর প্রতি অনুপমের প্রেমের রূপ- চোখের জলের মতো শুভ্র।
- অনুপম মাকে লইয়া চলিয়া ছিল- তীর্থে।
- কল্যাণী চানা মুঠ খাইতেছিল- লোভির মত।
- কল্যাণী কোন স্টেশনে নামিল- কানপুরে।
- কল্যাণীর বাবা শম্ভুনাথ- ডাক্তার; শম্ভুনাথ ডাক্তার- কানপুরের।
- মামার নিষেধ, মায়ের আজ্ঞা ঠেলিয়া- অনুপম কানপুরে আসে।
- কল্যাণীর মাতৃ-আজ্ঞা মানে?- মাতৃভূমি।

‘অপরিচিতা’ রচনার গুরুত্বপূর্ণ উদ্বৃতি

- “ওহে, মেয়ে যদি বল একটি খাসা মেয়ে আছে।” –উক্তিটি হরিশের।
- “মন্দ নয় হে! খাঁটি সোনা বটে!” – উক্তিটি বিনুদাদার।
- “চলনসই” – উক্তিটি বিনুদাদার।
- “এ আর দেখিব কী। ইহাতে খাদ নাই-এমন সোনা এখনকার দিনে ব্যবহারই হয় না।” –সেকরার উক্তি।
- “এইটে একবার পরখ করিয়া দেখো।” –উক্তিটি শম্ভুনাথ বাবুর।
- “না, এখন সভায় বসিতে হইবে না। চলুন, আগে আপনাদের খাওয়াইয়া দিই।” –উক্তিটি শম্ভুনাথ বাবুর।
- “তবে আপনাদের গাড়ি বলিয়া দিই?” –উক্তিটি শম্ভুনাথ বাবুর।
- “ঠাট্টা তো আপনিই করিয়া সারিয়াছেন। ঠাট্টার সম্পর্কটা স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই।” –উক্তিটি শম্ভুনাথ বাবুর।
- “গাড়িতে জায়গা আছে।” –কল্যাণীর উক্তি সম্পর্কে অনুপমের ভাবনা।
- “না, আপনি যাইতে পারিবেন না, যেমন আছেন বসিয়া থাকুন।” –অনুপমকে কল্যাণী।
- “তিনি এখানকার ডাক্তার, তাঁহার নাম শম্ভুনাথ সেন।” –কল্যাণীর উক্তি।
- “আমি বিবাহ করিব না।” –উক্তিটি কল্যাণীর ।
- “মাতৃ-আজ্ঞা।” –কল্যাণীর উক্তি।

শব্দার্থ ও টিকা

- মাকাল ফল-
- ফল্গু-
- গূণ্ডষ-
- স্বয়ংবরা-
- উমেদারি-
- আন্ডামান দ্বীপ-
- মনু-
- কোন্নগর-

শব্দার্থ ও টিকা

- প্রজাপতি-
- পঞ্চশর-
- সওগাদ-
- প্রদোষ-
- মৃদঙ্গ-
- কসুর-
- মহার্ঘ-
- মকর-

Poll Question-01

- রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পান কত সালে?

(a) ১৯১০

(b) ১৯১৩

(c) ১৯১৪

(d) ১৯১১

আহ্বান- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

লেখক পরিচিতিঃ

জন্ম	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৯৪ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার মুরারিপুর গ্রামে মামাবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন।
মৃত্যু	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৫০ সালের পহেলা সেপ্টেম্বর ঘাটশিলায় মৃত্যুবরণ করেন।
কালজয়ী যুগল উপন্যাস	'পথের পাঁচালী' – 'অপরাজিত'।
তার প্রথম উপন্যাস	'পথের পাঁচালী'।
তার শেষ উপন্যাস	'ইছামতি'।
পথের পাঁচালী উপন্যাস অনূদিত হয়েছে।	ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায়।
উপন্যাস	❖ পথের পাঁচালী উপন্যাসটি ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ❖ এই উপন্যাস অবলম্বনে সত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। ❖ অপরাজিতা (১৯৩১), ❖ অশনি সংকেত (১৯৫৯)
প্রকাশিত গ্রন্থগ্রন্থ	মেঘমল্লার (১৯৩২); মৌরীফুল (১৯৩২); যাত্রাবাদল (১৯৩৪); জন্ম ও মৃত্যু (১৯৩৮); কিন্নর দল (১৯৩৮); বেণীগির ফুলবাড়ী (১৯৪১); নবাগত (১৯৪৪); তালনবমী (১৯৪৪); উপলখণ্ড (১৯৪৫); বিধুমাস্টার (১৯৪৫); ক্ষণভঙ্গুর (১৯৪৫); অসাধারণ (১৯৪৬); মুখোশ ও মুখশ্রী (১৯৪৭); আচার্য কৃপালিনী কলোনি (বর্তমান নাম 'নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব', (১৯৪৮); জ্যোতিরিঙ্গন (১৯৪৯); কুশল-পাহাড়ী (১৯৫০); রূপ হলুদ (১৯৫৭); অনুসন্ধান (বঙ্গাব্দ ১৩৬৬); ছায়াছবি (বঙ্গাব্দ ১৩৬৬); সুলোচনা (১৯৬৩)।

‘আহ্বান’ রচনার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- কে থাকতে বুড়ির অভাব ছিল না- তাঁর স্বামী (জমির করাতি)।
- বুড়ি কার নাম নিতে নেই বলেছেন-স্বামীর নাম।
- বুড়ির স্বামী কাজ করত- করাতের।
- বুড়ির থাকার ভিতরে আছে- এক নাত-জামাই; সেও তারে (বুড়িকে) ভাত দেয় না।
- বুড়ি উঠুনে দাঁড়িয়ে গোপালকে প্রথম ডেকেছিল- ‘ও বাবা’ বলে।
- বুড়ির হাসি- দন্তহীন।
- গোপালকে দুধ দিত- ঘুঁটি গোয়ালিনী।
- বুড়িকে দুধ দিয়েছিল- হাজরা ব্যাটার বউ।
- স্নেহের দান- এমন করা (বিনিময় দেয়া) ঠিক হয়নি।
- বুড়ি এসে হাজির হত- প্রতিদিন সকালে।

‘আহ্বান’ রচনার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- হাজরা ব্যাটার বউ গোপালকে সম্বোধন করেছিল- বাবু বলে।
- গোপাল শেষবার বাড়ি আসে- শরতে।
- গোপালকে বুড়ির মৃত্যুর খবর দিয়েছিল- পরশু সর্দারের বউ দিগম্বরী।
- বুড়ির মৃত্যুর ডাক- গোপালের আত্মা তাচ্ছিল্য করতে পারে নি।
- বুড়িকে কবর দেয়া হয়েছে – তিত্তিরাজ গাছের তলায়।
- কারা কারা গাছের ছায়ায় বসা ছিল- আব্দুল, শুকুর মিয়া, নসর, আবেদালি, গণি।
- গোপালের সঙ্গে পড়তো- আবেদালি।
- দ্যাও বাবা- তুমিও দ্যাও বলেছিল- শুকুর মিয়া।
- গোপাল দিয়েছিল- এক কোদাল মাটি।

‘আহবান’ রচনার গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি

- ‘আমি খড়-বাঁশ দিচ্ছি, চালাঘর তুলে ফেল, মাঝে মাঝে যাতায়াত কর। - উক্তিটি চক্কোত্তি মশায়ের।
- ‘গোলাপোরা ধান, গোয়ালপোরা গরু।’ –উক্তিটি বুড়ির।
- ‘পয়সা না তো তুমি দুধ পাবে কোথায়?’ –বুড়িকে উদ্দেশ্য করে গোপালের উক্তি।
- ‘মাটি দেওয়ার সময় একবার যাবেন বাবু।’ –উক্তিটি বুড়ির নাতজামাই-এর।

শব্দার্থ ও টিকা

- চক্কোত্তী-
- দাওয়া-
- দিকিন-
- জ্ঞাতি-
- পাচ্চ-

ঐকতান- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঐকতান কবিতার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- কবিতাটি কবির- আত্ম-সমালোচনা।
- এই সমালোচনা- নিজের অপূর্ণতার স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকারোক্তি।
- বিশ্বের বিশাল আয়োজনে কবির মন জুড়ে থাকে- ছোট এক কোণে।
- কবি জানার ক্ষোভ নিয়ে পড়েন- ভ্রমণবৃত্তান্ত গ্রন্থ।
- কবির মনে- জ্ঞানের দীনতা।
- কবি নিজেকে দাবী করেছেন- পৃথিবীর কবি বলে।
- নানা কবি নানা গান ঢালে- প্রকৃতির ঐকতান স্রোতে।
- কবি আসন গ্রহণ করেছিলেন- সমাজের উচ্চমঞ্চের আসনে।
- কবির কবিতা গমন করেছে- বিচিত্র পথে।
- মহা কবি কার বাণীর জন্য কানপেতে আছেন?- যে মাটির কাছাকাছি আছে।
- মরুভূমি শুষ্ক নিরানন্দ- অবজ্ঞার তাপে।
- অনাগত কবি সৃষ্টি করবেন- সত্য ও কর্মের মাধ্যমে আত্মীয়তার বন্ধন।

শব্দার্থ ও টিকা

- ‘বিশাল বিশ্বের আয়োজন; মন মোর জুড়ে থাকে
  অতি ক্ষুদ্র তারি এক কোণ।’
- জ্ঞানের দীনতা এই আপনার মনে পূরণ করিয়া
  লই যত পারি ভিক্ষালব্ধ ধনে।’
- ‘অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের, চিরনির্বাসনে
  সমাজের উচ্চ মঞ্চে,
- বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।’ এসো কবি
  অখ্যাতজনের নির্বাক মনের’
- ‘অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ, সেই মরু ভূমি,
  রসে পূর্ণ করি দাও তুমি।’
- ‘মূক যারা দুঃখে সুখে, নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের
  সম্মুখে’

আমি কিংবদন্তির কথা বলছি- আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

❒ কবি পরিচিতি

জন্ম	১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারি
মৃত্যু	২০০১ সালের ১৯এ মার্চ
প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ	সাতনরী হার (কাব্যগ্রন্থ, ১৯৫৫)।
প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ	সাতনরী হার (১৯৫৫); কখনো রং কখনো সুর (১৯৭০); কমলের চোখ (১৯৭৪); আমি কিংবদন্তির কথা বলছি (১৯৮১); সহিষ্ণু প্রতীক্ষা (১৯৮২); প্রেমের কবিতা (১৯৮২); বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা (১৯৮৩); আমার সময় (১৯৮৭); নির্বাচিত কবিতা (১৯৯১); আমার সকল কথা (১৯৯৩); মসৃণ কৃষ্ণ গোলাপ।

কবিতার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

কবিতার মোট পঙ্‌ক্তি সংখ্যা	৬৮ লাইন
আমি কিংবদন্তির কথা বলছি	২ বার
আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি	৩ বার
তাঁর পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল	২ বার
আমি আমার মায়ের কথা বলছি	২ বার
যে কবিতা শুনতে জানে না	৯ বার
রক্ত জবা	৩ বার
কবি ও কবিতার কথা	২ বার

কবিতার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- কবি কাদের কথা বলেছে- পূর্বপুরুষের।
- পূর্বপুরুষের করতলে ছিল- পলিমাটির সৌরভ।
- পূর্বপুরুষের পিঠে ছিল- রক্তজবার মতো ক্ষত।
- পূর্বপুরুষ বলতেন- পাহাড়ের কথা। অরণ্য এবং শ্বাপদের কথা। পতিত জমি আবাদের কথা। কবি এবং কবিতার কথা।
- শস্যের সম্ভার সমৃদ্ধি করবে- যে কর্ষণ করবে।
- ইস্পাতের তরবারি সশস্ত্র করে- যে লৌহখণ্ডকে প্রজ্বলিত করে।
- কবির একান্ত প্রত্যাশিত মুক্তির প্রতীক- 'কবিতা' শব্দটি।

শব্দার্থ ও টিকা

- পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত
- উনোনের আগুনে আলোকিত একটি উজ্জ্বল জানালা
- সূর্যকে হৃৎপিণ্ডে ধরে রাখা

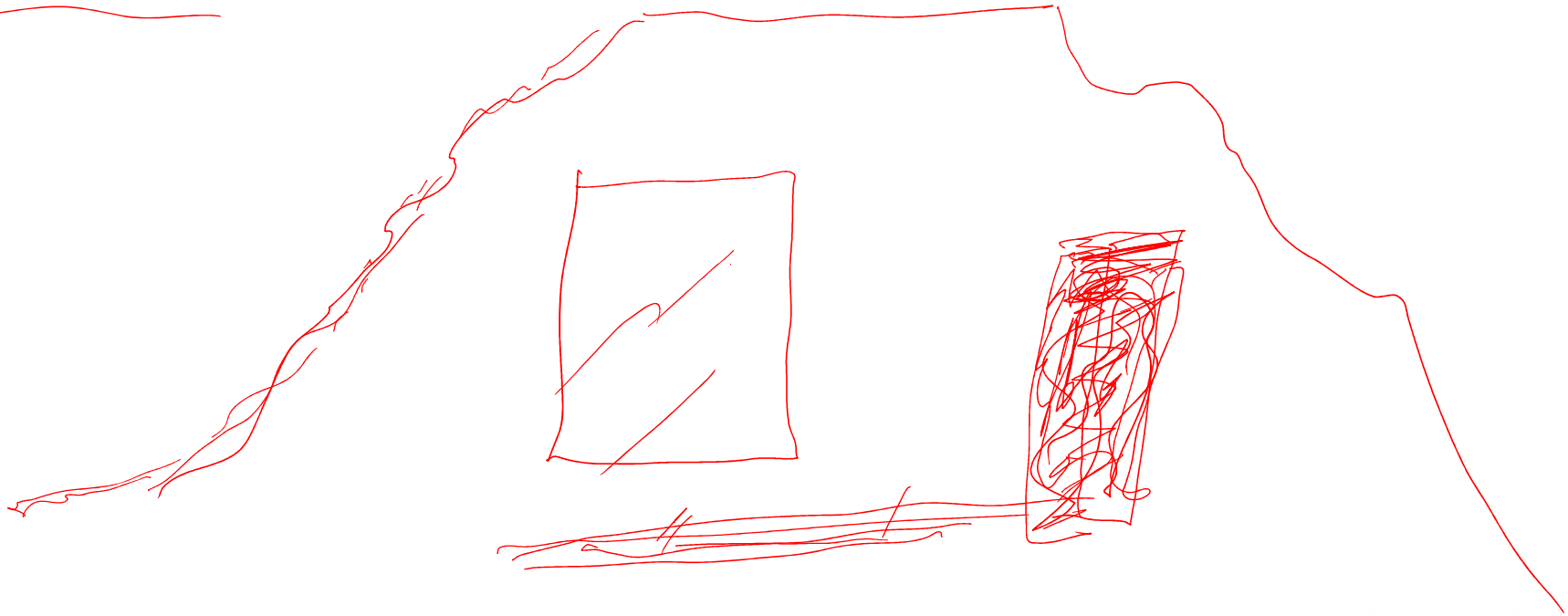

কবিতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ

বাঙালির অতীত ইতিহাস	‘তাঁর পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল।’
মুক্তির স্বপ্ন	‘উনোনের আগুনে আলোকিত একটি উজ্জ্বল জানালার কথা বলছি।’
কবিতার প্রেরণা	‘যে কবিতা শুনতে জানে না সে সূর্যকে হৃৎপিণ্ডে ধরে রাখতে পারে না।’
অপরাজেয় বাঙালির জাতিসত্তা	“আমি কিংবদন্তির কথা বলছি।”
অপরাজেয় বাঙালী	“আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।..... তাঁর পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল।”
অনির্বাণ প্রেরণা	“যে কবিতা শুনতে জানে না..... আমি আমার ভালোবাসার কথা বলছি।”
সচেতন ও দীনতায় পূর্ণ হৃদয়	“আমি আমার মায়ের কথা বলছি..... যে সাঁতার জানে না তাকেও ভাসিয়ে রাখে।”
নির্ভীক আদর্শ	“যুদ্ধ আসে ভালোবেসে..... আমি আমার ভাইয়ের কথা বলছি।”
পূর্বপুরুষের সাহসী অনিন্দ্য সংগ্রাম	“আমরা কি তাঁর মতো কবিতার কথা বলতে পারবো, আমরা কি তাঁর মতো স্বাধীনতার কথা বলতে পারবো।”

বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যের ইতিহাস

বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস শুরু হয় - চর্যাপদের কাল থেকে। বাংলা সাহিত্যের যুগকে ভাগ করা হয়েছে - ৩ ভাগে।

(ক) প্রাচীন যুগ (৬৫০-১২০০)　　(খ) মধ্যযুগ (১২০১-১৮০০)　　(গ) আধুনিক যুগ (১৮০১-বর্তমান)

প্রাচীন যুগ

চর্যাপদ

- বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের একমাত্র নিদর্শন চর্যাপদ। চর্যাপদের মূল নাম চর্যাচর্যবিনিশ্চয়।
- চর্যাপদ আবিষ্কৃত হয় - নেপালের রাজদরবার থেকে, ১৯০৭ সালে।
- চর্যাপদের পুঁথিগুলো বই আকারে প্রকাশ পায় - ১৯১৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে।
- চর্যাপদের পদগুলো রচিত - মাত্রাবৃত্ত ছন্দে।

রচনা কাল

- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে, চর্যাপদের রচনাকাল - ৬৫০-১২০০ খ্রিস্টাব্দ।
- ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে রচনাকাল - ৯৫০-১২০০ খ্রিস্টাব্দ।

বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যের ইতিহাস

চর্যাপদের পদকর্তা ও পদসংখ্যা

- চর্যাপদের পদকর্তা হিসেবে পাওয়া যায় - মোট ২৩ জন, মতান্তরে ২৪ জনের পরিচয়।
- চর্যাপদকর্তাদের নামের শেষে যোগ করা হয়েছে - গৌরবসূচক 'পা' (পদ রচনার জন্য)।
- চর্যাপদের সবচেয়ে বেশি পদের রচয়িতা - কাহ্নপা।
- চর্যাপদের আধুনিকতম পদকর্তা - সরহপা অথবা ভুসুকুপা।
- চর্যাপদের প্রথম পদটির রচয়িতা - লুইপা।
- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে চর্যাপদের পদ রয়েছে - ৫০টি। প্রাপ্ত পদ সাড়ে ছেচল্লিশটি (৪৬.৫টি)।
- চর্যাপদের যেসব পদ পাওয়া যায়নি - ২৩ নং খন্ড, ২৪, ২৫ ও ৪৮ নং পদ।
- চর্যার অনেকগুলো পদ মূলত - গানের সংকলন।

চর্যাপদের ভাষা

- চর্যাপদের ভাষাকে সন্ধ্যা ভাষা বা সান্ধ্য ভাষা বলে। চর্যাপদের কবিতাগুলো লেখা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে।

চর্যাপদের বাঙালি কবি

- চর্যাপদের প্রাচীন কবি শবরপা ছিলেন - বাঙালি।
- বেশিরভাগ পণ্ডিতগণের মতে - ভুসুকুপাকে বাঙালি কবি বলে গণ্য করা হয়।
- প্রথম বাঙালি কবি হিসেবে পূর্ণাঙ্গ পদ রচনা করেন - লুইপা।

মধ্য যুগ

- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মধ্যযুগ ধরা হয় - ১২০১-১৮০০ খ্রিস্টাব্দকে। তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম সৃষ্টি না হওয়ায় মধ্যযুগের প্রথম ১৫০ বছরকে (১২০১-১৩৫০ সাল) বলা হয়- অন্ধকার যুগ।
- বাংলা সাহিত্যে অন্ধকার যুগ শুরু হয় - বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয়ের মধ্য দিয়ে।
- মধ্যযুগের কাব্যধারার প্রধান ধারা - ৪টি। যথা-
  (ক) মঙ্গলকাব্য (খ) বৈষ্ণব পদাবলী (গ) রোমান্সধর্মী প্রণয়োপাখ্যান (ঘ) অনুবাদ সাহিত্য।
- মধ্যযুগের আদি নির্দশন - শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।
- মধ্যযুগের মুসলমান সাহিত্যিকদের কৃতিত্ব - রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান রচনা।
- মধ্যযুগের সাহিত্যধারা বিভক্ত - ৩ ভাগে।
  (i) প্রাক-চৈতন্যযুগ (১২০১-১৫০০) (ii) চৈতন্যযুগ (১৫০১-১৬০০) (iii) চৈতন্য পরবর্তী যুগ ১৬০১-১৮০০)।
- মধ্যযুগের প্রধান মুসলিম কবি - দৌলত কাজী ও আলাওল।
- মধ্যযুগের শেষ কবি - ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।
- অন্ধকার যুগের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ' হলায়ূধ মিশ্রের 'সেক শুভোদয়া'।

মধ্য যুগ

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

- বড়ু-চণ্ডিদাস রচিত মধ্যযুগের প্রথম কাব্য - শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে খণ্ড- আছে - ১৩টি।
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের প্রধান চরিত্র - কৃষ্ণ, রাধা ও বড়াই।
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের বড়াই - রাধাকৃষ্ণের প্রেমের দূতি।
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটি উদ্ধার করেন - বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ (১৯০৯ সালে)।
- পশ্চিম বঙ্গের বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রামের দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক এক ব্রাহ্মণের বাড়ির গোয়াল ঘর থেকে -বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ এ কাব্যটি উদ্ধার করেন।
- এই কাব্যটি বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় ১৯১৬ সালে প্রকাশিত হয় - বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে।

মধ্য যুগ

বৈষ্ণব পদাবলী

- মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ - বৈষ্ণব পদাবলী।
- বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলীর আদি রচয়িতা - চণ্ডীদাস।
- বৈষ্ণব পদাবলীর মহাকবি বলা হয় - বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরাম দাস প্রমুখকে।
- বৈষ্ণব পদাবলীর অধিকাংশ পদ রচিত - ব্রজবুলি ভাষায়।
- ব্রজবুলি ভাষা হলো - একটি কৃত্রিম ভাষা (বাংলা ও মৈথিলী ভাষার সংমিশ্রণে তৈরি)।

মঙ্গল কাব্য

- বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে বিশেষ এক শ্রেণির ধর্মবিষয়ক আখ্যান কাব্যই হলো - মঙ্গলকাব্য।
- মঙ্গলকাব্যের মূল উপজীব্য - দেবদেবীর গুণগান।

মধ্য যুগ

মনসামঙ্গল

- বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য ধারার প্রাচীনতম ধারা - মনসামঙ্গল।
- মনসামঙ্গলের আদিকবি - কানাহরিদত্ত।
- মনসামঙ্গল কাব্যের অপর নাম - পদ্মপুরাণ।

চণ্ডীমঙ্গল

- চণ্ডীমঙ্গলের আদি কবি - মানিক দত্ত।
- মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর উপাধি - কবিকঙ্কন।
- চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রধান চরিত্র কালকেতু।
- চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচিত - চণ্ডীদেবীর কাহিনী অবলম্বনে।
- কবি মুকুন্দরামের সবচেয়ে জনপ্রিয় কাহিনী কাব্য - কালকেতু উপাখ্যান।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঠগ চরিত্র – ভাড়ু-দত্ত।

মধ্য যুগ

অন্নদামঙ্গল

- দেবী অন্নদার বন্দনা আছে - অন্নদামঙ্গল কাব্যে।
- অন্নদামঙ্গল ধারার প্রধান কবি - ভারতচন্দ্র রায়।
- ভারতচন্দ্রের উপাধি - রায়গুণাকর।

অনুবাদ সাহিত্য

- বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে কবিরা হাত দিয়েছিলেন- অনুবাদ সাহিত্যে।
- পৃথিবীতে জাত মহাকাব্য - ৪টি। যথা- রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড ও ওডেসি।

মুসলিম সাহিত্য ও রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান

- মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মুসলমান কবিদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান - রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান।
- বাংলা ভাষায় প্রথম মুসলমান কবির নাম - শাহ্ মুহম্মদ সগীর।
- দৌলত উজিরবাহরাম খাঁন রচিত 'লায়লী-মজনু' কাব্য - পারসিয়ান কবি জামি'র 'লায়লা ওয়া মজনুন' কাব্যের ভাবানুবাদ।

আধুনিক যুগ

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও বাংলা গদ্য

- ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৮০০ সালের ৪ মে।
- ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগ খোলা হয় - ১৮০১ সালে।
- বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম গ্রন্থের নাম - কথোপকথন (১৮০১)।
- বত্রিশ সিংহাসন-এর রচয়িতা - মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কর।
- বাংলা গদ্য সাহিত্য বিকাশে বিশেষ অবদান রয়েছে - ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের।
- ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন - উইলিয়াম কেরি।

আধুনিক যুগ

শ্রীরামপুর মিশন ও ছাপাখানা

- শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে।
- ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে এই মিশন থেকে যে দুটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়- 'দিগদর্শন, ও 'সমাচার দর্পণ'।
- উপমহাদেশে প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৪৯৮ সালে।
- ঢাকায় প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৮৬০ সালে ('বাংলা প্রেস'; ১৮৬০ সালে মুদ্রিত দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ)।

হিন্দু কলেজ ও ইয়ংবেঙ্গল

- হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৮১৭ সালে।
- 'ইয়ংবেঙ্গল' বলতে বুঝায় - ইংরেজি ভাবধারাপুষ্ট বাঙালি যুবক।
- 'ইয়ংবেঙ্গল' এর মন্ত্রগুরু - হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও।
- 'ইয়ংবেঙ্গল' আত্মপ্রকাশ করে - ১৮৩১ সালে।

আধুনিক যুগ

ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ

- 'ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯২৬ সালে।
- 'ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এর মাধ্যমে সূত্রপাত হয় - 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন।
- ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপত্র - 'শিখা' পত্রিকা।
- 'শিখা' পত্রিকার স্লোগান ছিল - 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখাবে অসম্ভব'।
- 'শিখা' পত্রিকা প্রকাশিত হয় - ১৯২৭ সালে।

বাংলা একাডেমি

- বাংলা ভাষা বিষয়ক বৃহৎ গবেষণা প্রতিষ্ঠান - বাংলা একাডেমি।
- বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯৫৫ সালের ৩ ডিসেম্বর।
- যে প্রেক্ষাপটে 'বাংলা একাডেমি' প্রতিষ্ঠিত হয়- ভাষা আন্দোলন।
- বাংলা একাডেমি ভবনের পুরাতন নাম - বর্ধমান হাউস।

বাংলা ভাষা

- ভাষা-ভাষী জনসংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীতে - বাংলা ভাষার স্থান চতুর্থ।
- বাংলা ভাষা এসেছে - ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষা গোষ্ঠী/বংশ থেকে।
- ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর শতম শাখা থেকে বাংলা ভাষার জন্ম।
- বাংলা ভাষা এসেছে মাগধী প্রাকৃত/গৌড়ীয় প্রাকৃত থেকে।
- বাংলা ভাষার জন্ম - বঙ্গকামরূপী ভাষা থেকে।

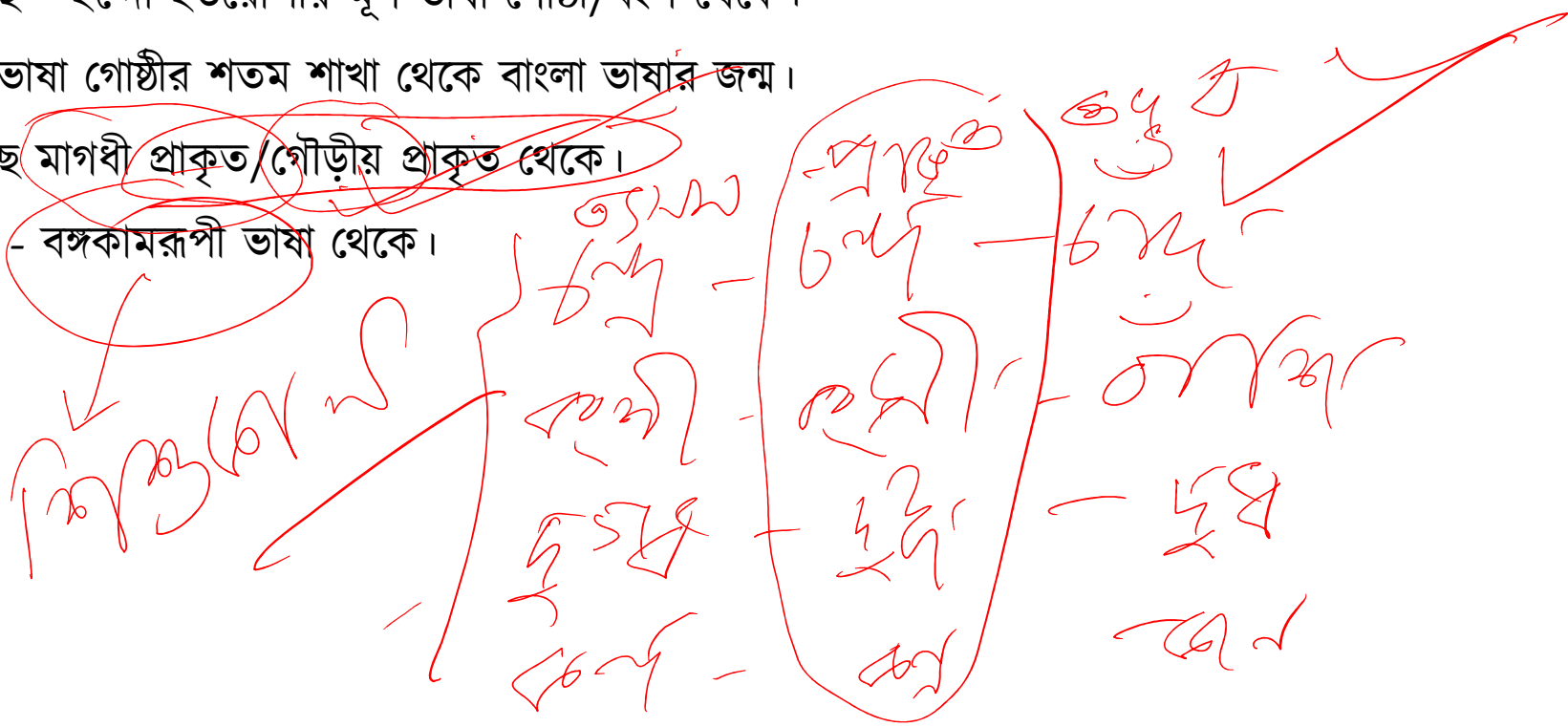

ভাষা

মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য বাগযন্ত্রের সাহায্যে যে অর্থপূর্ণ ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টি ব্যবহার করে তাকে ভাষা বলে।

- পৃথিবীতে বর্তমানে প্রচলিত ভাষার সংখ্যা-৩৫০০ এর বেশি
- ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠীর দিক থেকে বাংলার অবস্থান- ৪র্থ
- বাংলা ভাষা ব্যবহারকারী মানুষ প্রায় ৩০ কোটি।
- বাংলাদেশ ছাড়াও, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, বিহার, উড়িষ্যা মেঘালয় ও আসামে বাংলা প্রচলিত আছে।
- ভাষার আঞ্চলিক রূপভেদকে উপভাষা বলে।
- বাংলা লেখ্য-রীতি ২ প্রকার । যথা: সাধু ও চলিত

ভাষা

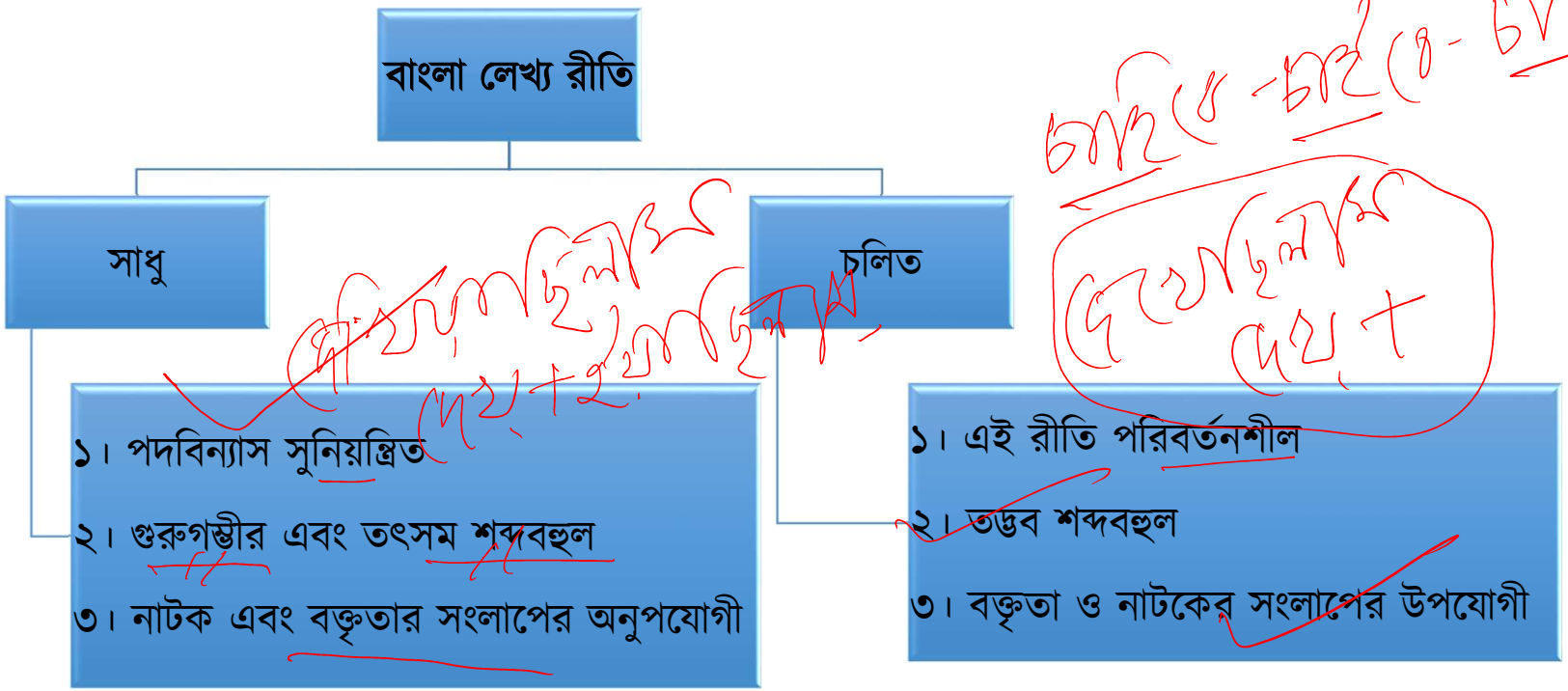
বাংলা লেখ্য রীতি
সাধু
চলিত
১। পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত
২। গুরুগম্ভীর এবং তৎসম শব্দবহুল
৩। নাটক এবং বক্তৃতার সংলাপের অনুপযোগী
১। এই রীতি পরিবর্তনশীল
২। তদ্ভব শব্দবহুল
৩। বক্তৃতা ও নাটকের সংলাপের উপযোগী

ভাষা

বাংলায় সাধু ও চলিত রীতির মূল পার্থক্য সর্বনাম ও ক্রিয়াপদে।

সাধু (সর্বনাম)	চলিত (সর্বনাম)	সাধু (ক্রিয়া)	চলিত (ক্রিয়া)
তাহারা	তার	দেখিয়াছিলাম	দেখেছিলাম
ইহারা	এরা	আনিয়াছি	এনেছি
তাহার	তার	খাইয়াছি	খেয়েছি

অন্যান্যপদ গুলোতেও অল্পবিস্তার পার্থক্য দেখা যায়।

বাংলা ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়

- বাংলা ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় ৪ টি-
  (i) ধ্বনিতত্ত্ব (phonology)
  (ii) শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব (Morphology)
  (iii) বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রম (syntax)
  (iv) অর্থতত্ত্ব (Semantics)

- প্রত্যেক ভাষারই ৪টি মৌলিক অংশ থাকে। এগুলো হল, ধ্বনি, শব্দ, বাক্য, অর্থ।

- বিভক্তিহীন নাম শব্দকে বলে প্রাতিপদিক। যেমন-
  - সুমন ভাল ছেলে।
  - সুমনকে মাঠে ডাকা হয়েছে।
  - এখানে, সুমন (১ম বাক্যে) প্রাতিপদিক।

POLL QUESTION-02

- বিভক্তিহীন নাম শব্দকে কী বলে?

(a) প্রাতিপাদিক

(b) প্রতিপাদিক

(c) প্রাতিপদিক

(d) প্রতিপদিক

ধ্বনিতত্ত্ব

- মানুষের বাগ্‌যন্ত্রেরদ্বারাতৈরীআওয়াজকেধ্বনিবলে। ধ্বনিরলিখিতরূপকেবর্ণবলে। ধ্বনি ২ প্রকার। যথা-
  (i) স্বরধ্বনি (বাতাসবাধাপায়না)
  (ii) ব্যঞ্জনধ্বনি (বাতাসবাধাপায়)
- স্বরধ্বনিরলিখিতরূপকেস্বরবর্ণবলে। স্বরবর্ণ ১১টি।
  অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ

এখানে,
মাত্রাহীন স্বরবর্ণ ৪ টি
অর্ধমাত্রার স্বরবর্ণ ১ টি
পূর্ণমাত্রার স্বরবর্ণ ৬ টি

মনেরাখবে, বাংলাবর্ণমালায়-

মাত্রাহীনবর্ণ : স্বরবর্ণ-৪ টি + ব্যঞ্জনবর্ণ-৬টি = ১০ টি

অর্ধমাত্রারবর্ণ : স্বরবর্ণ-১ টি + ব্যঞ্জনবর্ণ-৭টি = ০৮টি

∴পূর্ণমাত্রারবর্ণ৩২টি (৫০-১৮)= ৩২

ধ্বনিতত্ত্ব

- স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলে- কার। কার ১০টি
- অ- এর কোন কার চিহ্ন নেই। এটি নিলীন বা বিলীন বর্ণ
- বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনির সংখ্যা- ০৭ টি।
- বাংলা ভাষায় যৌগিক স্বরধ্বনির সংখ্যা- ২৫ টি।
- তবে যৌগিক স্বরকে প্রকাশ করে এমন স্বরবর্ণ ২টি । যেমন- ঐ, ঔ
- বাকী ২৩টি যৌগিক স্বরের লিখিত রূপ নেই। শুধু ব্যবহারিক রূপ আছে।
- ব্যঞ্জন বর্ণের লিখিত রূপকে বলে ফলা। ফলা- ০৬ টি

  (মনে রাখার সহজ উপায় লবণ মজার)

  সুতরাং, বাংলা বর্ণমালায় সংক্ষিপ্ত রূপ হয় (১০ + ৬) = ১৬ টি

উচ্চারণ

স্বরবর্ণ

অ-এর উচ্চারণ

- অ (সংবৃত/বিবৃত)-এর পরে যদি ই/ঈ/উ/ -ফলা/ক্ষ/জ্ঞ/ ঋ-কার থাকে, তবে শব্দের প্রথমের 'অ' সাধারণত ও-কারের মতো হয়। যেমন : অভিধান (ওভিধান্), অধ্যক্ষ (ওদ্ধোক্খো), ভক্ষণ (ভোক্খোন), বক্তৃতা (বোক্তৃতা) ইত্যাদি।

  ব্যতিক্রম : বন্ধ্যা (বন্ধা), মর্ত্য (মর্তো), অর্ঘ্য (অর্ঘো), বন্দ্যোপাধ্যায় (বন্দোপাদ্ধায়), বধ্যভূমি (বদ্ধোভূমি), হর্ম্য (হর্মো), বন্দ্যবংশ (বন্ধোবঙ্শো), কণ্ঠ্য (কন্ঠে), অন্ত্য (অন্তো), অন্ত্যেষ্টি (অন্তেশ্টি) ইত্যাদি।

- শব্দমধ্যস্থিত 'অ' (ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত) আদ্য-'অ'-এর মতোই ই (ি), ঈ (ী), উ (ু), ঊ (ূ), ঋ (ৃ)-কার এবং ক্ষ, জ্ঞ, য(্য)ফলার আগে থাকলে সে 'অ'- এর উচ্চারণ সাধারণত 'ও'-কারের মতো হয়ে থাকে।

  যেমন : তপস্বী (তপোশ্শি), হেমকূট (হেমোকুট), শতমূল (শতোমুল), সর্পযজ্ঞ (শর্পোজোগ্গোঁ), অদম্য (অদোম্মো)।
- বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বেশ কিছু দ্বিরুক্ত শব্দ বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হলে প্রায়শ অন্ত্য 'অ' ও-কারান্ত উচ্চারণ হয়। যথা: কাঁদ-কাঁদ (কাঁদো-কাঁদো)।

স্বরবর্ণ

- ১১ থেকে ১৮ পর্যন্ত সংখ্যাবাচক শব্দের শেষ-'অ' রক্ষিত এবং 'ও'-কারান্ত উচ্চারিত হয়ে থাকে। যথা: (১১) এগার (এ্যাগারো, (১৮) আঠার (আঠারো)।
- 'আন' (আনো)-প্রত্যয়ান্ত শব্দে অন্ত্য 'অ' 'ও'-কারান্ত উচ্চারিত হয়। যথা : সাঁতরান (শাঁত্রানো)।
- 'ত' (ক্ত) এবং 'ইত' প্রত্যয়যোগে সাধিত বা গঠিত বিশেষণ শব্দের অন্ত্য 'অ' উচ্চারণে ও-কারান্ত হয়ে থাকে। যেমন- রক্ষিত (রোক্‌খিতো), পরীক্ষিত (পোরিক্‌খিতো), বঞ্চিত (বোন্‌চিতো) ইত্যাদি।

আ

- শব্দের আদিতে 'জ্ঞ' এবং 'য' ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে 'আ' কার সংযুক্ত হলে সেই 'আ' কারের উচ্চারণ প্রায়শ 'অ্যা'-কারের মতো হয়ে থাকে। যথা: জ্ঞান (গ্যাঁন্), জ্ঞাতি (গ্যাঁতি্), জ্ঞাপক (গ্যাঁপোক্), জ্ঞাত (গ্যাঁতো), ব্যক্তি (ব্যাক্‌তি) ইত্যাদি।

ই, ঈ, উ, ঊ-এর উচ্চারণ

- বাংলায় বানানের হ্রস্ব-দীর্ঘ পার্থক্যের জন্য উচ্চারণে হ্রস্বতা-দীর্ঘতা আদৌ অনুসরণ করা হয় না। অর্থাৎ ঈ-ই এবং ঊ-উ

ঈর্ষা (ইরশা)	ঊষা (উ্শা)
নদী (নোদি)	বধূ (বোধু)
সতী (শোতি)	ভূত (ভুত্)

স্বরবর্ণ

ঋ-এর উচ্চারণ

➢ স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হলে 'ঋ'-এর উচ্চারণ 'রি' এর মত। আর ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে যুক্ত হলে, তার রূপ অপরিবর্তিত থাকবে।

ঋষি (রিশি)	মাতৃ (মাতৃ)
ঋণ (রিন্)	আবৃত (আবৃতো)
ঋতু (রিতু)	পিতৃব্য (পিতৃব্বো)

এ- এর উচ্চারণ

➢ বাংলা ভাষায় এ-বর্ণটির দুটো উচ্চারণ বর্তমান। (এক) এর মূল বা নিজস্ব উচ্চারণ, -এ। যথা- কে, সে, দেশ ইত্যাদি এবং (দুই) 'তির্যক' বা 'বাঁকা'-অ্যা-রূপ। যথা- এক (অ্যাক্); কেন (ক্যানো); দেখা (দ্যাখা) ইত্যাদি।

ঐ, ঔ-এর উচ্চারণ

➢ ঐ (ৈ) এর উচ্চারণ ওই (ো) ই। আর ঔ (ৌ) এর উচ্চারণ ওউ (ৌ উ)

ঐকতান (ওইকোতান্), ঔষধ (ওউশুধ্), ঐশী (ওইশি) নৌকা (নোউকা), নৈপুণ্য (নোইপুন্নো),পৌষ (পোউশ) চৈত্র (চৌইত্রো)

ব্যঞ্জনবর্ণ

'হ্ল' এর নাম 'হ-য়ে ল-ফলা'। বানানে হ প্রথমে ল পরে আসলেও উচ্চারণে ল আগে আসছে, তারপর হ আসছে।
আহ্লাদ (আল্হাদ্)

'হ্য' শব্দের শুরুতে নয়, মাঝখানে বা শেষে 'হ-য়ে' য-ফলা'র উচ্চারণ: জ্ঝ।
ঐতিহ্য (ওইতিজ্ঝো),উহ্য (উজ্ঝো),সহ্য (শোজ্ঝো)

- **কতিপয় 'হ্ব' যুক্ত ব্যঞ্জনের উচ্চারণ:**

আহ্বান (আওভান্) ,বিহ্বল (বিউভল্), জিহ্বা (জিউভা), গহ্বর (গওভ্র)

ং (অনুস্বার)- সংস্কৃত ভাষায় যে বর্ণের পরে অনুস্বার যুক্ত হতো তার উচ্চারণ কিছুটা অনুনাসিক হয়ে যেত। কিন্তু বাংলা ভাষায় ং (অনুস্বার)-এর উচ্চারণ সর্বত্রই ঙ-এর অনুরূপ অর্থাৎ 'অঙ'।

ব্যঞ্জনবর্ণ

ব-ফলা

ক. পদের আদ্য ব্যঞ্জনবর্ণে 'ব'-ফলা সংযুক্ত হলে সাধারণত সে ব-ফলার কোনো উচ্চারণ হয় না। যথা: স্বাধিকার (শাধিকার্), স্বদেশ (শদেশ্), জ্বালা (জালা), ত্বক (তক্) ইত্যাদি।

খ. বাংলা উচ্চারণের রীতি অনুসারে পদের মধ্যে কিংবা শেষে 'ব' ফলা থাকলে সংযুক্ত বর্ণের উচ্চারণ দ্বিত্ব হয়। যথা: দ্বিত্ব (দিত্তো), বিশ্ব (বিশ্শো), বিদ্বান (বিদ্দান) ইত্যাদি।

গ. উৎ (উদ্) উপসর্গযোগে গঠিত শব্দের 'ৎ' (দ্) এর সঙ্গে 'ব' ফলার 'ব' বাংলা-উচ্চারণে সাধারণ অবিকৃত থাকে। যথা: উদ্বেগ (উদ্‌বেগ), উদ্বোধন (উদ্‌বোধন্) ইত্যাদি।

ঘ. বাংলা শব্দে ক্ থেকে সন্ধির সূত্রে আগত 'গ্' এর সঙ্গে 'ব'-ফলা যুক্ত হলে সেক্ষেত্রে 'ব' এর উচ্চারণ প্রায়শ অক্ষত থাকে। যথা: দিগ্বিদিক (দিগ্‌বিদিক্), দিগ্বধূ (দিগ্‌বোধু), দিগ্বসনা (দিগ্‌বশোনা), দিগ্বলয় (দিগ্‌বলয়) ইত্যাদি।

ঙ. এছাড়া 'ব'-এর সঙ্গে এবং 'ম' এর সঙ্গে 'ব'-ফলা যুক্ত হলে, সে 'ব'-এর উচ্চারণ অবিকৃত থাকে। যথা: ব-এর সঙ্গে: আব্বা (আব্‌বা), সব্বাই (শব্‌বাই), সাব্বাশ (শাব্‌বাশ) ইত্যাদি।

তবে এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে 'ব'-ফলা যুক্ত-ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে সংযুক্ত হলে তার কোনো উচ্চারণ হয় না। যথা: উচ্ছ্বাস (উচ্‌ছাশ্), উজ্জ্বল (উজ্‌জল) ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনবর্ণ

ম-ফলা

ক. পদের আদ্য ব্যঞ্জনবর্ণে 'ম' ফলা সংযুক্ত হলে সাধারণত তার কোনো উচ্চারণ হয় না, তবে প্রমিত উচ্চারণে 'ম'-ফলাযুক্ত বর্ণটি সামান্য নাসিক্য-প্রভাবিত হয়ে ওঠে। যথা: স্মরণ (শঁরোন্), শ্মশান (শঁশান্) ইত্যাদি।

খ. পদের মধ্যে বা অন্তে 'ম'-ফলা সংযুক্ত বর্ণের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়ে থাকে। তবে এই 'ম' যেহেতু অনুনাসিক ধ্বনি সেজন্যে দ্বিত্ব উচ্চারিত শেষ ধ্বনিটি সাধারণত সামান্য নাসিক্য-প্রভাবিত হয়। যথা: ছদ্ম (ছদ্‌দোঁ), পদ্ম (পদ্‌দোঁ), আত্ম (আত্‌তোঁ) ইত্যাদি।

গ. কিন্তু বাংলা ভাষায় পদের মধ্যে কিংবা অন্তে সর্বত্র 'ম' ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণটির দ্বিত্ব উচ্চারণ হয় না। গ, ঙ, ট, ণ, ন, ম এবং ল-এর সঙ্গে সংযুক্ত 'ম' এর উচ্চারণ সাধারণত অবিকৃত থাকে। যথা:

গ্ + ম-ফলা : বাগ্মী (বাগ্‌মি), যুগ্ম (জুগ্‌মো)
ঙ + ম-ফলা : বাঙ্ময় (বাঙ্‌ময়্), বাঙ্ময়ী (বাঙ্‌মোয়ি)
ট + ম-ফলা : কুট্মল (কুট্‌মল), কুট্মালিত (কুট্‌মোলিত)
ণ্+ ম-ফলা : হিরণ্ময় (হিরন্‌ময়), মৃন্ময় (মৃন্‌ময়্)
ন্ + ম-ফলা : উন্মাদ (উন্‌মাদ), উন্মার্গ (উন্‌মার্‌গো)
ম্ + ম-ফলা : সম্মান (শম্‌মান্), সম্মতি (শম্‌মোতি)
ল্ + ম-ফলা : গুল্ম (গুল্‌মো), বাল্মীকি (বাল্‌মিকি)

ঘ. যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে সংযুক্ত 'ম'-ফলার কোনো উচ্চারণ হয় না, তবে এক্ষেত্রেও যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের শেষ বর্ণটিকে প্রমিত উচ্চারণে সামান্য সানুনাসিক করে তোলে। যথা: সূক্ষ্ম (শুক্‌খোঁ), লক্ষ্মণ (লক্‌খোঁন্), যক্ষ্মা (জক্‌খাঁ) ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনবর্ণ

❖ ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯টি । এরমাঝে ক থেকে ম পর্যন্ত ২৫ টিবর্ণকেবলাহয়বর্গীয়বর্ণ/স্পর্শবর্ণ/ স্পৃষ্টবর্ণ।

- ক বর্গীয় : ক খ গ ঘ ঙ →কণ্ঠমূলীয়
- চবর্গীয়: চ ছ জ ঝ ঞ → তালব্য
- ট বর্গীয় : ট ঠ ড ঢ ণ→ মূর্ধা
- ত বর্গীয় : ত থ দ ধ ন →দন্ত্য
- প বর্গীয় : প ফ ব ভ ম→ উষ্ঠ্য

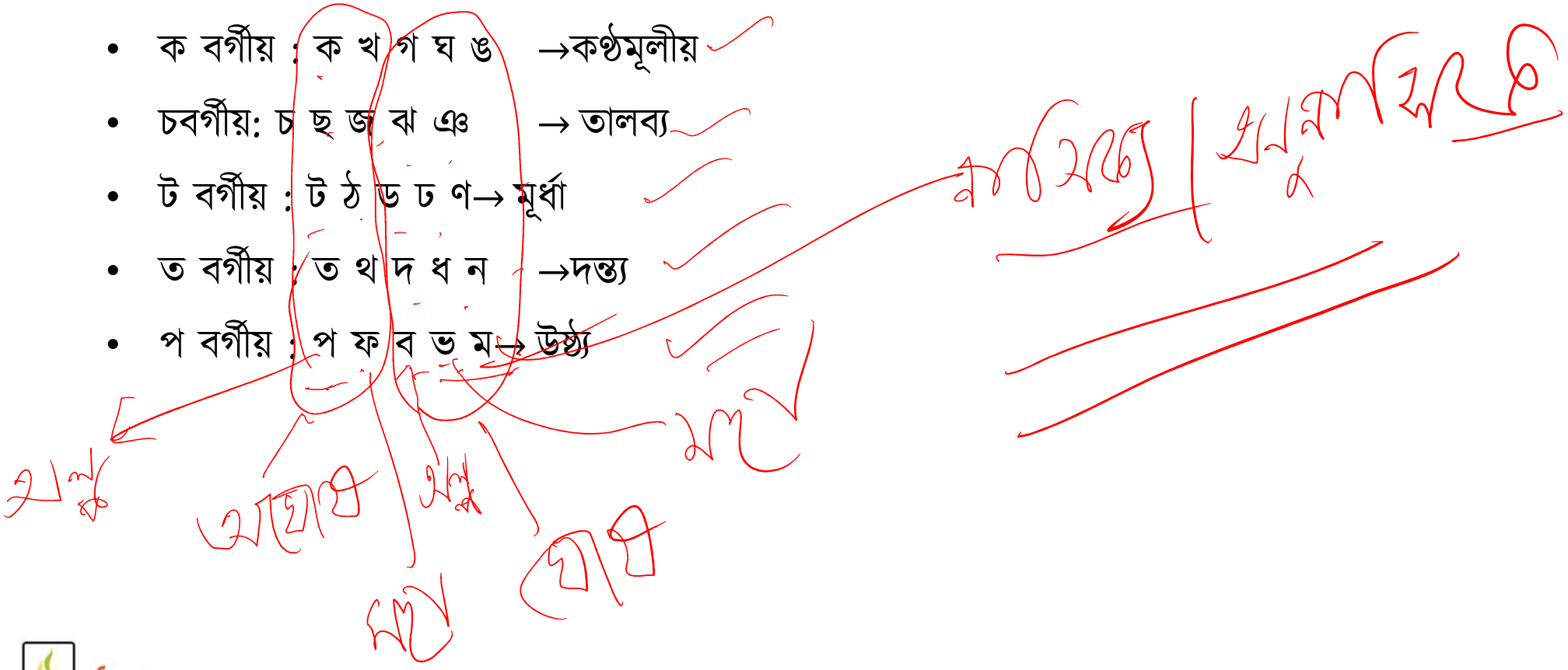

ব্যঞ্জনবর্ণ

- ঘোষ বর্ণঃ যেসকল বর্ণ উচ্চারণকালে স্বরতন্ত্রী বেশি কাঁপে সে সকল বর্ণকে ঘোষ বর্ণ বলে।
- অঘোষ বর্ণঃ যেসকল বর্ণ উচ্চারণ কালে স্বরতন্ত্রী কম কাঁপে সে সকল বর্ণকে অঘোষ বর্ণ বলে।
  - বর্গের প্রথম ২টি বর্ণ অঘোষ এবং পরের ৩টি বর্ণ ঘোষ।
- মহাপ্রাণ বর্ণঃ যেসকল বর্ণ উচ্চারণকালে মুখে বাতাসের চাপ বেশি থাকে সে সকল বর্ণকে মহাপ্রাণ বর্ণ বলে।
- অল্পপ্রাণঃ যেসকল বর্ণ উচ্চারণকালে মুখে বাতাসের চাপ কম থাকে সে সকল বর্ণকে অল্প প্রাণ বর্ণ বলে।
  - বর্গের ২য় এবং ৪র্থ বর্ণ মহাপ্রাণ এবং ১ম, ৩য়, ৫ম বর্ণ অল্প প্রাণ।

ব্যঞ্জনবর্ণ

- বর্গের শেষ বর্ণ গুলো (ঙ, ঞ, ণ, ন, ম) অনুনাসিক বা নাসিক্য বর্ণ।
- শ, ষ, স, হ = শিশ ধ্বনি বা উষ্ম ধ্বনি।
- 'হ' কে কণ্ঠধ্বনিও বলা হয়।
- ং ঃ ঁ পরাশ্রয়ী বর্ণ।
- বাংলায় একক্ষের (Monosyllable) শব্দে আ এবং ও দীর্ঘ হয়। যেমন- ভোর, জোড়, রোগ, বাঁশ, চাঁদ ইত্যাদি।
- র- কম্পনজাত ধ্বনি।
- ড়- তাড়নজাত ধ্বনি।
- 'ল' কে বলা হয় পার্শ্বিক ধ্বনি।
- ২৫, ২৬ নং পৃষ্ঠার যুক্তব্যঞ্জণ গুলো পড়তে হবে নিজ দায়িত্বে।

POLL QUESTION-03

❑ নিচের কোনটি ঘোষ মহাপ্রাণ বর্ণ?

(a) চ

(b) ঘ

(c) ঙ

(d) ম

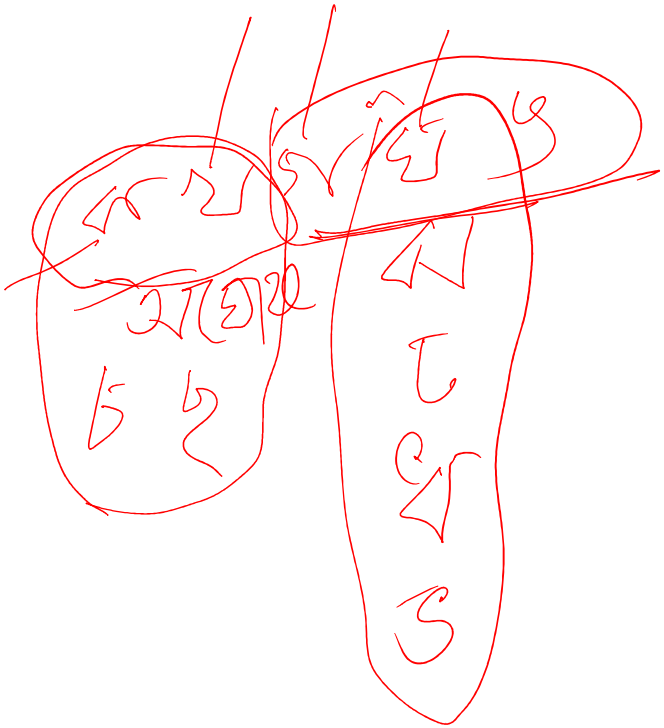

ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান

❖ তৎসম বা সংস্কৃত শব্দে ণ এবং ষ এর ব্যবহারের নিয়মকেই যথাক্রমে ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান বলে।

১. ট বর্গীয় ধ্বনির সাথে (ট, ঠ, ড, ঢ) যুক্ত ব্যঞ্জনে ণ এবং ষ হয়।

যেমন: ঘণ্টা, লণ্ঠন, চেষ্টা, কষ্ট। খেয়াল কর- (ট, ঠ, ড, ঢ)+ ণ ; (ত, থ, দ, ধ)+ ন

2. ঋ, র, ষ এর পর 'ণ' এবং ঋ, র এর পর 'ষ' হয়।

যেমন: ঋণ, তৃণ, বর্ণ, ঋষি, বর্ষা ইত্যাদি।

3. (i) ঋ, র, ষ এর পর স্বরধ্বনি থাকলে মূর্ধণ্য হয়।

যেমন: কৃপণ [ঋ এর পর প(অ) +ণ]

(ii) ষ, য়, ব, হ, ং এবং ক বর্গীয় ও প বর্গীয় ধ্বনি থাকলে তার পরে 'ণ' হয়।

যেমন: লক্ষণ (ক্+ষ+অ+ণ)।

ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান

4. কতগুলো শব্দে স্বভাবতই ণ, এবং ষ হয়।

   যেমন: চাণক্য, বাণিজ্য, রোষ, আষাঢ়, ভাষণ ইত্যাদি।

5. ই কারান্ত এবং উ কারান্ত উপসর্গের পর কতগুলো ধাতুতে ষ হয়।

   যেমন: অভিষেক, প্রতিষেধক, সুষুপ্ত ইত্যাদি।

❖ মনে রাখবে,

(i) সমাসবদ্ধ শব্দে 'ণ' এর জায়গায় 'ন' হয়।

যেমন: ত্রিনয়ন, অগ্রানায়ক ইত্যাদি।

(ii) বিদেশি শব্দে ণ, ষ হয়না।

যেমন: মাস্টার, পোস্ট, সেন্ট্রাল, ইন্টার, লন্ডন ইত্যাদি।

না বুঝে মুখস্থ করার অভ্যাস প্রতিভাকে ধ্বংস করে